[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পাঠানো হয়েছিল। তারা আলামত সংগ্রহ করেছে। হামলাকারীদের সনাক্তের চেষ্টা চলছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাংবাদিক ও সংগঠক মেন্টুর দাফন সম্পন্ন

ভোরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুজ্জামান মেন্টুর দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ২য় জানাজা শেষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে সকাল ৯টার সময় মেহেরপুর প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার আগে সাংবাদিকরা মেন্টুকে শ্রেষ শ্রদ্ধা জানান।

মেহেরপুরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জানাজা ও দাফন কাজে অংশগ্রহণ করে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আনিসুজ্জামান মেন্টু মৃত্যুবরণ করেন।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরের সাংবাদিক আনিসুজ্জামান মেন্টু আর নেই

ভোরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি আনিসুজ্জামান মেন্টু ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তিনি ভৈরব সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চত্বর এর সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার এ আকষ্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও মরহুমের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিন’র প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, সাংস্কৃতিক কর্র্মী নিশান সাবের, মাহবুবুল হক মন্টু, ইমদাদুল হক সহ বিভিন্ন জন।

গাংনীর নাজমুলের সেরা সাংবাদিকতা সম্মাননা পুরুষ্কার লাভ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক নিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকতা পুরস্কার পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার নাজমুল সাঈদ। দুপুরে তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির মাদক বিরোধী কার্যক্রমের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তার হাতে ক্রেষ্ট, সনদ ও আর্থিক সম্মানার চেক তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জান খান।

১৯৯০ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত মাদক বিরোধী ও সচেতনতামূলক রিপোর্ট আহ্বান করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এর মধ্যে যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার নাজমুল সাঈদের দুটি বিষয়ের উপর মোট ছটি প্রতিবেদন বিচারকদের নজরকাড়ে এবং তাকে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করেন।

২০১৮ সালে দেশের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের উত্থান, ভবিষ্যত অগ্রযাত্রা, সীমাবদ্ধতা ও নানা অনিয়ম নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনে চার পর্বের রিপোর্ট প্রচারিত হয়।

এরপরই যমুনা টেলিভিশনে চলে আসেন এ রিপোর্টার। এর পরে কাজ করেন মাদকাসক্ত চালকদের নিয়ে। তিনি অনুসন্ধান করে বের করেন চালকদের দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। তিনি তার প্রতিবেদনে দেখান, কিভাবে চালকরা মাদক গ্রহণ করে চালকের সিটে বসেন। এই রিপোর্ট দুটি ২০১৮ সালে প্রথম আলো মাদক বিরোধী সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রতিক্রিয়ায় নাজমুল সাঈদ বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের বড় ধরণের ভুমিকা রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এসব মাদকবিরোধী প্রতিবেদন করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রতিবেদন আরও করা হবে বলে জানান তিনি।

২০০৬ সালে সাংবাদিকতা শুরু করা নাজমুল সাঈদ দৈনিক আমাদের সময়, আমাদের অর্থনীতি, অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলামেইল টোয়েন্টিফোর ডট কম, দ্য রিপোর্ট২৪ ডটকম, বৈশাখী টেলিভিশনে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি যমুনা টেলিভিশনে ক্রাইম বিভাগে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত আছেন।

মেপ্র/আরপি

অনলাইন পোর্টালের কার্ডধারীরা সাংবাদিক নয় : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, দেশের গণমাধ্যম চ‚ড়ান্ত স্বাধীনতা ভোগ করছে। তবে এটি যাতে অপরের স্বাধীনতা খর্ব না করে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকতে হবে। অনলাইন পোর্টালের কার্ড নিয়ে যারা সাংবাদিক পরিচয় দেয়, তারা আসলে সাংবাদিক নয়। সব মিলিয়ে গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে।

গতকাল বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, গত দশ বছরে দেশে গণমাধ্যম দ্রুত বিকশিত হয়েছে। এখন মিডিয়া বলতে শুধু খবরের কাগজকে বোঝায় না। এখন এতে খবরের কাগজ, টেলিভিশন, রেডিও এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংবাদপত্রের চিত্র গত দশ বছরে বদলে গেছে।

হাছান মাহমুদ বলেন, দেশে মিডিয়ার ব্যাপক বিকাশের কারণে এতে আরো অনেক নতুন চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে। তিনি মনে করেন, যে কোনো মিডিয়ায় যে কোনো ধরনের ভুয়া নিউজ প্রচার হলে তা অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের পাশাপাশি রাষ্ট্রের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী বলেন, অনেকে সামাজিক মাধ্যমকে গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে, এটি একটি অসম্পাদিত প্লাটফর্ম, গণমাধ্যম নয়। তিনি বলেন, অনলাইন পোর্টালের কার্ড নিয়ে যারা নিজেদেরকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেয়, তারা আসলে সাংবাদিক নয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ মিডিয়ায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং দেশে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরির জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রতি আহবান জানান।

প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ পাস করেছেন এবং পরে দেশের মিডিয়ার বিকাশের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল গঠন করা হয়। দেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু তার শাসনকালে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর মতো অনেক আইন পাস করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য বহুত্ববাদী ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। এতে বক্তব্য দেন তথ্যসচিব কামরুন নাহার এবং দৈনিক অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

সূত্র: ইনকিলাব

দশ লক্ষ টাকার ফুল বিক্রির টার্গেট

সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার প্রতীক ফুলের চাহিদা কোন কালেই কম ছিল না। ফুলের প্রতি মানুষের ভলোবাসা চিরন্তর। যে কোন উৎসব বা দিবসকে কেন্দ্র করে ফুলের চাহিদা থাকে ব্যাপক।

এবার ভালোবাসা দিবসে মেহেরপুরে ফুলের চাহিদা বেশ চোখে পড়ার মত। সেই চাহিদা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছে বসন্ত উৎসব। ভালোবাসা দিবস ও বসন্ত বরণ একই দিনে হওয়ায় উৎসবের আমেজটা একটু বেশি।

এবছর মেহেরপুরে প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার ফুল বিক্রির আশা করছে ব্যবসায়ীরা। তবে ছুটির দিন থাকায় একটু হতাশাও প্রকাশ করেছে তারা। ভালোবাসা দিবস ও বসন্ত বরণকে কেন্দ্র করে জেলায় গড়ে উঠেছে স্থায়ী অস্থায়ী প্রায় অর্ধশত ফুলের দোকান।

গোলাপ, রজনীগন্ধা, গাঁদা, গ্লাডিওলাস, মল্লিকা, জারবেরা ইত্যাদি নানা রকম ফুলের সমাহার এইসব দোকান গুলোতে।

স্বার্নালী ফুল ঘরের মালিক রাশেদুজ্জামান বলেন, এবার ভালোবাসা দিবস ও বসন্ত বরণ উৎসব একই দিনে হওয়ায় ব্যাপক ফুলের জোগান দিয়েছি। আশা করছি লক্ষাধিক টাকার ফুল বিক্রি হতে পারে। এবছর ফুলের দাম একটু বেশি। শুক্রবার ছুটির দিন হওয়ায় একটু একটু ভয়ে ভয়ে আছি, দেখা যায় শেষ পর্যন্ত কি হয়।

টুটুল ফুল ঘরের মালিক বলেন, গত বছর প্রায় একলক্ষ টাকার ফুল বিক্রি করেছিলাম এ বছর হয়তো হবে না। স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েরাই বেশি ফুল কেনে। শুক্রবার ছুটির দিনে এইসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে, তাই এবছর ফুল হয়তো বেশি বিক্রি হবে না।

মুজিবনগর থেকে শাকিল রেজা জানান, ভালোবাসা দিবস ও বসন্তবরণ উৎসবকে কেন্দ্র করে ভিন্নরুপে সেজেছে মুজিবনগর। সেই সাথে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি ফুলের দোকান। বাহারি সব ফুলে সজ্জিত এইসব দোকান গুলো। মেহেরপুরের সব চেয়ে বড় ও ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র হওয়ায় এখানে লোকের সমাগম হবে প্রচুর। সেই লক্ষে শুধু মুজিবনগরেই ২ লক্ষ টাকার ফুল বিক্রি হওয়ার টার্গেট করছে ব্যবসায়ীরা।

গাংনী থেকে শাহিন সিদ্দীকি জানান, গাংনীতে ভালোবাসা দিবস ও বসন্ত উৎসব কে কেন্দ্র করে বেশ উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত তরুন-তরুনীদের মাঝে আমেজটা বেশি। প্রিয় মানুষটাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তারা। সেই লক্ষে ফুল বিক্রেতারাও বাহারি সব ফুলের সমাহার ঘটিয়েছে দোকানিরা। রাস্তার পাশে অস্থায়ীভাবে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি ফুলের দোকান।

মেপ্র/আরপি

কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শনে একদল সাংবাদিক

বাংলা ভাষায় গ্রামীণ সাংবাদিকদের ইতিহাস লিখতে যে কয়জন সাংবাদিকের নাম আসে তাদের মধ্যে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার অন্যতম। তার স্বপ্ন কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কুন্ডুপাড়ার মাটিতে পোঁতা।

এতদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলায় পড়েছিল তার স্মৃতি। তবে সেসব স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর। জাদুঘরে রাখা হয়েছে মিউজিয়াম, অডিটোরিয়াম ও লাইব্রেরী। এই জাদুঘর এখন দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। ফলে আসতে শুরু করেছেন দর্শনার্থীরা।

কুষ্টিয়ার কুমারখালী পৌরসভা সংলগ্নে গড়ে তোলা হয়েছে গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মৃতি জাদুঘর। দর্শনীয় নির্মাণ শৈলীর দুইতলা ভবনে কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরের গ্যালারিতে ১৬৬টি নিদর্শন রয়েছে। মনোরম নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা রয়েছে প্রায় পাঁচশ। এছাড়াও রয়েছে একটি আধুনিক মিলনায়তন, যার আসন সংখ্যা শতাধিক।

সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরের দুইতলা দৃষ্টিনন্দন ভবনে ছোট বড় ১৫টি কক্ষ রয়েছে। সামনে রয়েছে সান বাঁধানো মুক্তমঞ্চ, সেখানে সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের ভাস্কর্য জাদুঘরের শোভা বাড়িয়েছে। এছাড়াও কাঙাল হরিনাথ মজমুদারের ঐতিহাসিক ছাপার যন্ত্র

এমএন প্রেসের মডেল, কিছু যন্ত্রাংশ, বাংলা টাইপ অক্ষর, ছবি ও কিছু পাণ্ডুলিপিসহ বেশকিছু কালের সাক্ষী স্মৃতি জাদুঘরে স্থান পেয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, পুরো জাদুঘর সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়। তাছাড়া মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টরের সাহায্যে সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুদদারের ওপর ভিডিও দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিদিন দর্শনার্থীরা জাদুঘর পরিদর্শন করতে আসেন। গ্রেটার কুষ্টিয়া নিউজের সম্পাদক মোহাম্মদ রবিউল আলম বলেন, ‘কুমারখালীর ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ গ্রামীণ সাংবাদিকতার প্রবাদপুরুষ। তাকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। এই যুগে কাঙাল হরিনাথের মতো সাংবাদিক প্রয়োজন। এখানে যাতে আরও বেশি দর্শনার্থী আসতে পারে বেশি বেশি প্রচার প্রচারনা চালানো দরকার।

কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরের মিউজিয়ামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ এহসানুল হক বলেন, ‘এই স্মৃতি জাদুঘরটি দেখভাল করে জাতীয় জাদুঘর। বর্তমানে এখানে ১৫ জন কর্মী আছে। প্রতি দর্শনার্থীর জন্য ১০ টাকা প্রবেশ ফি নেওয়া হয়। প্রতিদিন অর্ধশত দর্শনার্থী পরিদর্শন করেন। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে পর্যটক আসেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘কুমারখালীর শিলাইদহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ী, বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহর মাজার ও সাহিত্যিক মীর মোশারফের বাস্তুভিটার মতো এই জাদুঘরেও দর্শনার্থী আসবেন।’

শনিবার পরিদর্শনে এসেছিলেন বার্তা২৪.কমের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট এসএম জামালসহ মেহেরপুরের সাংবাদিক মেহের আমজাদ ও স্থানীয় সাংবাদিক সহকর্মীরা। তারা বলেন, ‘সহকর্মীরা মিলে জাদুঘর দেখতে এসেছি। সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম।’ ‘কাঙাল হরিনাথ গ্রামীণ সাংবাদিকতার প্রবাদপুরুষ। এই যুগেও তার মতো সাংবাদিক প্রয়োজন।’ বলেও উল্লেখ করেন তারা।

প্রসঙ্গত, অভাব অনটনের মাঝে বড় হলেও অবহেলিত সমাজের বৈষম্য তুলে ধরতে এবং তৎকালীন জমিদারের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করতে ১৮৬৩ সালে ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। সেই পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমেই অবহেলিত মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার।

কাঙাল হরিনাথ একাধারে সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং পত্রিকা প্রকাশ করতেন। আবার নিজেই পত্রিকা পাঠকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতেন।

মেপ্র/ আরপি

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা হবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চালের সেরা পত্রিকা- প্রকাশক এম.এ.এস ইমন

সেদিন আর বেশি দুরে নয় যে দিন মেহেরপুর প্রতিদিন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চালের সেরা পত্রিকা হিসেবে স্বিকৃতি পাবে। মেহেরপুর প্রতিদিন জনগনের কথা বলে, অন্যায়, অনিয়ম, দূর্নিতির বিরুদ্ধে কথা বলে।

সেই সাথে সমাজের ভালোকাজ গুলো তুলে ধরে। মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রত্রিকার প্রকাশ এমএএস ইমন। প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা সমাজের দর্পন।

সমাজের অপকর্মগুলো তুলে ধরার দায়িত্ব আপনাদের। সমাজ পরিবর্তনে সাংবাদিক যে ভূমিকা পালন করে তা অন্য কেউ পারবে না। এজন্য আপনাদের সর্বাত্মাক সহযোগীতা করবে মেহেরপুর প্রতিদিন। সংবাদের সাথে কোন আপস করবেন না। কথা দিচ্ছি আপনাদের বিপদে আপদে সব সময় আমি পাশে আছি।

শনিবার মেহেরপুরের আমঝুপি নীলকুঠিতে দিন ব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হলো মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রতিনিধি সম্মেলন ও বার্ষিক বনভোজন। আলোচনা সভা, প্রীতি ভোজসহ জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন। সভাপতির বক্তেব্যে ইয়াদুল মোমিন বলেন, আপনারা জানেন মেহেরপুর প্রতিদিন ২০১৮ সালের ২৬ মার্চ যাত্রা শুরু

করে। মাত্র ১৮ মাস বয়সে মেহেরপুর সহ চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়ায় বিস্তার ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে।

এটি সম্ভব হয়েছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও প্রতিনিধিদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। আপনাদের সহযোগীতা থাকলে সামনে আরও বেশি উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবো।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর প্রতিদিনের নিজস্ব প্রতিনিধি আখতারুজ্জামান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক আল-আমিন, সাহিত্য সম্পাদক সুখি ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা ব্যুরো প্রধান জামান আখতার, ইউনিক গ্রুপ এর প্রধান নির্বাহী মুন্সি জাহাঙ্গীর জিন্নাত হিরক,

নিজস্ব প্রতিনিধি এ শাহিন সিদ্দিকি, আলমডাঙ্গা ব্যুরো প্রধান খন্দকার শাহ আলম মন্টু, কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি আজিমুদ্দিন আহমেদ, কোটচাদপুর প্রতিনিধি মঈন উদ্দিন, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি হাবিব চৌধুরী, আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি হাসিবুল ইসলাম, বারাদী প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম, দর্শনা প্রতিনিধি আহসান হাবিব মামুন, মুজিবনগর প্রতিনিধি রেজাউল করিম, তেরাইল কলেজের প্রভাষক জাবলুন্নবী,

আমঝুপি প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা প্রতিনিধি আলমগীর হোসেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ প্রতিনিধি সাইফুল আযম তাপস, আইটি ইনচার্জ রোকোনুজ্জামান মিন্টু, নিজ্স্ব প্রতিনিধি শাকিল রেজা, পারভেজ আলী, আদনান কবির পিয়াল, উবায়দুল্লাহ, চিৎলা প্রতিনিধি সুরুজ মল্লিক, বুড়িপোতা প্রতিনিধি বাসারুল, ফয়সাল হোসেন সহ মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবারের সকল সদস্য ও শুভাকাঙ্খিগন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রধান প্রতিবেদক মর্তুজা ফারুক রুপক।

মেপ্র/ আরপি

কালের কণ্ঠ সম্মাননা পেলেন মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান টুনু

মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা, র্যালী, কেক কাটা ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে জাকজমক পুর্ণভাবে মেহেরপুরে কালের কণ্ঠর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিনের নেতৃত্বে শিশু একাডেমী প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ কেও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব হয়ে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে মেহেরপুর শিশু একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের ২য় পর্ব শুরু হয়। শুভ সংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ একরামুল আযীমের সভাপতিত্বে সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবুল কাশেম, সম্মাননা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান টুনু।

সাংবাদিক মাহবুব চান্দুর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন কালের কণ্ঠ’র জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, সাংস্কৃতিক কর্মী শামিম জাহাঙ্গীর সেন্টু।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, এলাকার বিভিন্ন অসঙ্গতী ও সম্ভাবনা নিয়ে কালের কণ্ঠ বিভিন্ন প্রতিবেদন তুলে ধরে। এছাড়াও সামাজিক অঙ্গীকার নিয়ে কালের কণ্ঠ বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। যেগুলো প্রশসংসার দাবি রাখে। প্রতিষ্ঠানটির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীর বীর সন্তান একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। এটা খুবই গৌরবের। আমি নিজেও গর্বিত এধরণের একটি অনুষ্ঠানে আসতে পেরে।

সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, কালের সংকট কাটাতে কালের কণ্ঠর জন্ম হয়েছে। আজ একটি ঐতিহাসিক দিনে কালের কণ্ঠ জন্ম হয়েছে। যা অত্যান্ত গৌরবের। কালের কণ্ঠ তার লেখনি ও মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে সমাজে এগিয়ে চলেছে। কালের কণ্ঠ’র ধারাবাহিক সাফল্য উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে আশা করি।

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবুল কাশেম বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননার অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আনন্দিত। কালের কণ্ঠকে অভিবাদন জানায় মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা জানানোর জন্য। তাদের এ ধারবাহিক কর্মকান্ড অব্যহত থাকবে।

আলোচনা শেষে মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান টুনুর হাতে সম্মাননা ক্রেষ্ট, উত্তরিয় হিসেবে শাল চাদও এবং দশ হাজার টাকা আর্থিক সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। সম্মাননা পেয়ে বীর এ মুক্তিযোদ্ধা আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। কালের কণ্ঠ’র মঙ্গল কামনা করে দোয়া করেন।

মেপ্র/এমইএম